ফোন ঃ (০৩৩) ২২৮৬-৫৬৫৭
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭-৫৩৯১

# পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

(রেজিস্টার্ড ঃ- পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট XXVI, 1961)
রেজিস্ট্রেশান নং-এস/৫৫৬৯৩ (১৯৮৭-১৯৮৮ বর্ষে)
১৬২ -বি, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪
৫ম তল, রুম নং ঃ ৪০১ ও ৪০২
E-mail:pbvmancha@gmail.com
Website : http://www.pbvm.org.in

পত্রাঙ্ক ঃ.....  তারিখ ঃ.....

তারিখ:০৬.০১.২০১৯

প্রতি
বার্তা সম্পাদক/ মুখ্য সাংবাদিক

মহাশয়/মহাশয়া,

আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রেস বিবৃতিটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসহ-

প্রদীপ মহাপাত্র
(প্রদীপ মহাপাত্র)
সাধারণ সম্পাদক

## প্রেস বিবৃতি

সরকারি অর্থানুকূল্যে সংগঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যেভাবে ভিত্তিহীন অবৈজ্ঞানিক দাবি তোলা হচ্ছে তাতে আমরা স্তম্ভিত। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এর বিরুদ্ধে সরকারি পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

অপবিজ্ঞান বা কল্পকথাকে বিজ্ঞান বলে প্রচারের অপপ্রয়াস শুরু ২০১৪-এর বিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে - যা দেখে ২০১৬ সালে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী, ভেঙ্কটেশ রামকৃষ্ণান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস একটা সার্কাসে পরিণত হয়েছে'।

এবছর ১০৬তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে জলন্ধরের লাভলি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐতিহ্যবাহী এই মঞ্চ আবারও কলুষিত হল দুজনের - কানন জগথালা কৃষ্ণান এবং নাগেশ্বর রাও এর অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক উপস্থাপনায়। প্রথমজনের তেমন কোন বৈজ্ঞানিক পরিচিতি না থাকলেও দ্বিতীয়জন আবার রসায়নের ডক্টরেট ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা এবং নিউটন ও আইনস্টাইনের আবিষ্কার প্রসঙ্গে কাননের দাবি - 'মহাকর্ষ তরঙ্গের নাম হওয়া উচিত নরেন্দ্রমোদি তরঙ্গ'। ড.(?) রাও মহাভারতের কৌরবদের জন্ম প্রসঙ্গ তুলে পুরাকালে ভারতে স্টেমসেল গবেষণা ও টেস্ট-টিউব বেবির প্রকৌশলের অস্তিত্ব প্রমাণের দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন 'শ্রীলঙ্কায় রাবণের এয়ার পোর্ট ও উড়োজাহাজ ছিল'। দশ অবতারের কল্পকাহিনীকে বিবর্তনের তত্ত্ব হিসেবে খাড়া করেছেন তিনি। এটা শুধু কল্পকাহিনীকে বিজ্ঞান বলে চালনোর অপপ্রয়াস নয়, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কৃতিত্বকে খাটো করা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির ধারাকে অস্বীকার করা। এবং এটা ঘটছে বিজ্ঞান কংগ্রেসের শিশু-কিশোরদের জন্য নির্ধারিত অধিবেশনে যা কিশোর মনগুলিকে কলুষিত করছে। দেশকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। ২০১৪ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'গণেশ - প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সর্জারির উদাহরণ'। সেই ধারা সমানে চলছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানপ্রেমী যুক্তিবাদী মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ ও বিজ্ঞান সংগঠনগুলিকে এই প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন জানাই।

দেশের সরকার (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী), দেশের তিনটি সায়েন্স একাডেমি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোশিয়েশানের কাছে আমাদের আবেদন - অপবিজ্ঞানের প্রচার বন্ধ করতে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এটা শুধু বিজ্ঞান সংস্কৃতি বিরোধী তা নয় এটা দেশের সংবিধান বিরোধী। তাই আমাদের দাবি - বিজ্ঞান মনস্কতা বিরোধী অপপ্রচার বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক কর্তৃপক্ষ।

**পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ**